

127851 - ঈদরে নামাযরে আগে সম্মিলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বধিন

প্রশ্ন

ঈদরে নামাযরে আগে লোকেরো সম্মিলিতিভাবে তাকবীর দনে। ঈদরে নামাযরে ক্ষত্রে এটা কি বদিআত; নাকি শরয়িতসম্মত? যদি এটা বদিআত হয় তাহলে কারো কি করা উচতি? সে কি নামায শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ঈদগাহ থেকে বাহিরে গিয়ে অবস্থান করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদরে সময় তাকবীর দয়ো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত সুন্নত। তাকবীর দয়ো অন্য সকল ইবাদতের মত একটি ইবাদত। এ ইবাদত পালনরে ক্ষত্রেও ঠিকি যভাবে করতে বলা হয়ছে এ মধ্য সীমাবদ্ধ থাকা অপরহির্য; পদ্ধতির মধ্য নতুন কিছু চালু করা নাজায়ে। বরং হাদিস ও আছারে যা করতে বলা হয়ছে এ মধ্য সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

আমাদরে ফকিহবদি আলমেগণ বর্তমান যামানার সম্মিলিতি তাকবীর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা এর সপক্ষে দললিরে সমর্থন পাননি বধিয় এটাকে বদিআত ফতোয়া দয়িছেন। কারণ যে কোন ইবাদত নতুনভাবে চালু করা কিংবা কোন ইবাদতের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্য নতুনত্ব আনা নিন্দিত বদিআত হিসেবে গণ্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "যে ব্যক্তি আমাদরে এ বিষয়ের মধ্য (ধর্মের মধ্য) নতুন কিছু চালু করে যা তাতে নই সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সহি মুসলিম (১৭১৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন:

"মসজিদে হারামে যে তাকবীর দয়োর প্রচলন ছিল সটো হচ্ছে এক বা একাধিক ব্যক্তি যমযম পানরি ছাউনরি বসে তাকবীর দতিনে এবং মসজিদে অবস্থতি অন্য লোকেরো তাদরে সাথে সাড়া দতি। তখন শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) এই পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োর বরোধতি করলেন এবং বললেন: এটা বদিআত। শাইখের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিশেষ পদ্ধতি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বদিআত। তাকবীর দয়ো বদিআত নয়। তখন মক্কার কছি সাধারণ লোক এতে ক্ষুব্ধ হল। কনেনা তারা এভাবে তাকবীর দতিে অভ্যস্ত ছিল। এ কারণে তিনি এই ফ্যাক্সটি পাঠিয়েছিলেন যে, এ পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োর কোন দললি আমজাননি। কড়ে যদি এ পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োকে শরয়িতসম্মত দাবী করেন তাহলে তার কর্তব্য দললি-প্রমাণ পশে করা। যদিও এটি একটি মামুলি মাসয়ালা। এ মাসয়ালাকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা কাম্য ছিল না।"[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াল আল্লামা মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৩/১২৭, ১২৮)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বলি আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবয়্যিনি মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলহি ওয়া আসহাবহি আজমাইন; পর সমাচার:

সম্মানতি ভাই শাইখ আহমাদ বনি মুহাম্মদ জামাল (আল্লাহ তাকে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজেরে তাওফিক দনি) একটি স্থানীয় পত্রকীয় ঈদরে নামাযের আগে সম্মিলিতভাবে তাকবীরকে বদিআত গণ্য করে মসজদিগুলতে সটো নযিদি করার বযিটরি প্রতি বস্মিয় প্রকাশ করে যে প্রবন্ধ লখিছেন তা আমি পড়ছি। শাইখ আহমাদ সে প্রবন্ধে দললি পশে করার চেষ্টা করছেন যে, সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়ো বদিআত নয়; এ তাকবীর দতিে বাধা দেওয়া জায়যে হবে না। কছি কছি লখেক শাইখ আহমাদরে মতকে সমর্থন করছেন। যারা প্রকৃত বযিটরি জানে না, তাদের কাছে ধোঁয়াশা থেকে যাওয়ার আশংকা থেকে আমরা এ বযিটরি পরষ্কার করতে চাই। চাঁদ রাত, ঈদুল ফতিরের নামাযের আগে, যলিহজ্জ মাসেরে প্রথম দশকে ও তাশরকিরে দনিগুলতে তাকবীর দয়োর মূল বধান হলো□ এটি এ মহান সময়গুলতে শরয়িতসম্মত এবং এ আমলেরে রয়ছে মহান ফযলিত। আল্লাহ তাআলা ঈদুল ফতির□এর সময় তাকবীর দয়ো সম্পর্কে বলেন: “তনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তনি য়ে, তোমাদেরকে দকি-নরিদশেনা দয়িছেন সে জন্য 'তাকবরি' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতো তোমরা শোকর কর।”[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] যলিহজ্জেরে দশদনি তাকবীর দয়ো সম্পর্কে আল্লাহ বলেন□ "যাতো তারা তাদের কল্যাণেরে স্থানগুলতে উপস্থতি হতে পারে। এবং তনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা কছি রযিকি হিসেবে দয়িছেন সেগুলের উপর নরিদষ্ট কছি দনি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] তনি আরও বলেন: "গুটি কয়কে দনি আল্লাহকে স্মরণ কর..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩]

নরিদষ্ট কছি দনি ও গুটি কয়কে দনি শরয়িত অনুমোদতি যকিরিরে মধ্যেরে রয়ছে□ সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর। যমেনটি পবতির সুন্নাহ-তে ও সালাফদের আমলে পাওয়া যায়। শরয়িত অনুমোদতি এ যকিরিরে পদ্ধতি হল: প্রত্যকে মুসলমি নজিে নজিে একাকী উচ্চস্বর তাকবীর দবিনে যাতো করে অন্যরোও শুনতে পয়ে তাকে অনুসরণ করে এবং তাদেরকে স্মরণ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করিয়ে দাবিনে। পক্ষান্তরে, সম্মিলিত বদিআতী তাকবীর হল দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি সমস্বরে তাকবীর দাওয়া; একই সুরে সবাই একত্রে শুরু করা ও একত্রে শেষ করা।

এ আমলরে কোন ভিত্তি নেই ও দলিল নেই। তাকবীরে এ পদ্ধতিটি বদিআত; এর সপক্ষে আল্লাহ কোন দলিল নাযিল করেননি। যে ব্যক্তি এমন পদ্ধতির তাকবীরকে অস্বীকার করেন তিনি হক্বপন্থী। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নেই সেটো প্রত্যাখ্যাত।” [সহি মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “তোমরা নব-প্রবর্ততি বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যকে নব-প্রবর্ততি বিষয় বদিআত। প্রত্যকে বদিআতই ভ্রান্তি।” সম্মিলিত তাকবীর হচ্ছে নব-প্রবর্ততি বিষয়। সুতরাং তা বদিআত। মানুষের কোন কাজ যখন পবিত্র শরিয়ত বরোধী হয় তখন তাতে বাধা দাওয়া ও এর বরোধিতা করা ওয়াজবি। কেননা ইবাদতগুলো হচ্ছে তাওক্বফি; অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলিলের বাইরে কোন বধান আরোপ করা যাবে না। আর মানুষের উক্তি বা দৃষ্টিভিগ্গা যদি শরিয়ত দলিলের বরোধী হয় তাহলে সেটো কোন দলিল হতে পারে না। অনুরূপভাবে ‘মাসালিহি মুরসালাহ’ এর দ্বারা কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। বরং ইবাদত সাব্যস্ত হয় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বা অকাট্য ইজমা এর দলিলের ভিত্তিতে।

শরিয়তসম্মত হচ্ছে শরিয়ত দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে তাকবীর দাওয়া; আর তা হল ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দাওয়া।

সম্মিলিতভাবে তাকবীর দাওয়া থেকে বারণ করছেন সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) এবং তিনি এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তাকবীর দাওয়া থেকে বারণ করে আমার পক্ষ থেকেও একাধিক ফতোয়া ইস্যু হয়েছে এবং এটাকে বারণ করে সৌদি আরবের ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকেও ফতোয়া ইস্যু হয়েছে।

শাইখ হুমুদ বনি আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজরি (রহঃ) সম্মিলিতভাবে তাকবীর দাওয়া থেকে নষিধে করে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেটি ছাপা হয়েছে ও সুলভ। এ পুস্তকিতে সম্মিলিতভাবে তাকবীর গ্রহণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ আহমাদ ভাই মীনাতে সকল মানুষের উপস্থিতিতে উমর (রাঃ) কর্তৃক এ আমল করার যে দলিল দিয়েছেন সেটো দলিল নয়। কেননা মীনাতে উমর (রাঃ) এর আমল কথিবা অন্যান্য মানুষের আমল সম্মিলিত তাকবীর নয়। বরং সেটো শরিয়ত অনুমোদিত তাকবীর। কারণ উমর (রাঃ) সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে ও মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে তখন লোকরোও তাকবীর দতি। প্রত্যেকেই নিজের মত তাকবীর দতি। এতে এমন কিছু ছিল না যে, লোকরো উমর (রাঃ) এর সাথে একত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে উচ্চস্বরে তাকবীর দতি; যমেনটি বর্তমানে সম্মিলিত তাকবীর দেওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। অন্যান্য সলফে সালহীন থেকেও তাকবীরের ক্ষেত্রে যা বর্ণনা করা হয় তারা সকলে শরয়ী পদ্ধতিতেই তাকবীর দতিনে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত দাবী করবে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। অনুরূপভাবে ঈদরে নামাযের জন্য আহ্বান, তারাবীর আহ্বান, কয়ামুল লাইলরে আহ্বান, বতিরিরে আহ্বান ইত্যাদি প্রত্যেকেই বদিআত; যগুলোর পক্ষে কোন দলিল নাই। আমরা এমন কোন আলমে জানি না যিনি বলছেন যে, ভিন্ন ধরণে কিছু ভাষ্যে আহ্বান রয়েছে (তিনি বলতে চাচ্ছেন সুন্নাতে উদ্ধৃত)। যদি কেউ এমন কিছু দাবী করে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। মূল অবস্থা হল দলিল না থাকা। অতএব, কুরআন, সহিহ সুন্নাহ ও আলমেগণের ইজমা ব্যতিরেকে কোন বাচনিক ইবাদত বা কর্মগত ইবাদত চালু করা জায়েয নয়; যমেনটি ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে। এ কারণে যে শরয়িতরে সাধারণ দলিল নতুন প্রবর্তন থেকে বারণ করে ও সাবধান করে। যমেন আল্লাহ তাআলা বলেন: "এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা এদের জন্য বখান দিয়েছে এমন ধর্মে, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি?" [সূরা শূরা, ৪২:২১] এছাড়াও রয়েছে এ আলোচনার শুরুতে উল্লেখিত হাদিসদ্বয়। এর আরও রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "যে ব্যক্তি আমাদের এ বিষয়ের মধ্যে (ধর্মে মধ্যে) নতুন কিছু প্রবর্তন করে যা তাতে নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] এবং জুমার খোতবাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "পর সমাচার, সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কতিব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। সর্বনকিষ্ট বিষয় হচ্ছে নব-প্রবর্ততি বিষয়গুলো। আর প্রত্যেকেই নব-প্রবর্ততি বিষয় গোমরাহী।" [সহিহ মুসলিম এবং এ অর্থবোধক হাদিস ও আছার অনেক] [সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/২০-২৩)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (৮/৩১০) এসেছে যে, "প্রত্যেকে নিজের উচ্চস্বরে তাকবীর দবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেয়া সাব্যস্ত হয়নি। অথচ তিনি বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদের অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।"

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (৮/৩১১) আরও এসেছে যে

"একই সুরে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেয়া শরয়িতসম্মত নয়; বরং বদিআত। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদের অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" সাহাবী,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাবয়ী, তাব-ে-তাবয়ীগণ তথা সলফে সালহীনদের কটে এটি করিনেন। তাঁরাই হচ্ছেন □ আদর্শ। আমাদের কর্তব্য হল □ অনুসরণ করা; অভনিব কিছু চালু করা নয়।"[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (২৪/২৬৯) আরও এসছে যে, "সম্মিলিতভাবে তাকবীর দোয়া বদিআত। কেননা এর পক্ষে কোন দলিল নাই। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটে প্রত্যাখ্যাত"। উমর (রাঃ) যা করছেন তাত সম্মিলিতভাবে তাকবীর দোয়ার পক্ষে কোন দলিল নাই। বরং তাতে রয়েছে যে, উমর (রাঃ) নজি তাকবীর দতিনে এবং তাঁর তাকবীর দোয়া শুনলে লোকরোও তাকবীর দতি। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দতি। তারা সম্মিলিতভাবে তাকবীর দতি না।"[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (২/২৩৬, দ্বিতীয় ভলিউম) আরও এসছে যে,

"একই সুরে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দোয়া সটো নামায়রে শেষে হোক কথিবা নামায ছাড়া অন্য সময়ে হোক □ শরয়িতসম্মত নয়। বরং সটে ধর্মরে মধ্যে অভনিব বদিআত। শরয়িতসদিহ হচ্ছে □ বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া, 'তাসবহি' পড়া, 'তাকবীর' বলা, কুরআন তলোওয়াত করা, বেশি বেশি 'ইস্তগিফার' করা; তবে সম্মিলিতভাবে নয়। সটো আল্লাহর এ বাণীর নরিদশে পালনার্থে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়"।[সূরা আহযাব, ৩৩: ৪১-৪২] এবং এ বাণীর নরিদশে পালন করে: "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব"।[সূরা বাক্বারা, ২: ১৫২] এবং যিকিরে প্রতি উৎসাহদানকারী এ হাদিসের উপর আমল করে: "আমি 'সুবহানাল্লাহ' বলা, 'আল্-হামদু লিল্লাহ' বলা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, 'আল্লাহু আকবার' বলা যা কছির উপর সূর্য উদতি হয়েছে সসেব কছির চয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়"।[সহিহ মুসলিম] এবং এ হাদিসের উপর আমল করে: "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ' ওয়াব 'হামদহি' একশ বার বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে; এমনকি তার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফনো পরিমাণ হয় তবুও"।[সহিহ মুসলিম ও সুনানে তরিমযিহ; ভাষ্য তরিমযিরি] এবং এ উম্মতের পূর্বসূরদের অনুকরণে। যহেতু তাঁদের কাছ থেকে এভাবে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দোয়ার বরণনা আসেনি। এভাবে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দিয়ে □ বদিআতপন্থী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরা। অথচ যিকির একটা ইবাদত। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল □ তাওকীফ তথা শরয়িতপ্রণতো যে নরিদশে দিচ্ছেন সটোর সীমানাত থমে যাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে ধর্মীয় বিষয়ে অভনিব কিছু প্রবর্তন করা থেকে সাবধান করছেন। তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আমাদরে এই বিষয়ের মধ্যে (ধর্মরে মধ্যে) এমন কিছু চালু করে যা তাতে নাই সটে প্রত্যাখ্যাত"।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।